গাংনীতে ওয়াস ব্লকের কাজে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার, ধসে পড়ছে ছাদ

পিইডিপি-৪ এর আওতায় মেহেরপুরের গাংনীর পাকুড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ওয়াস ব্লকের নির্মাণকাজে নিম্নমানের নির্মাণসামগ্রী ব্যবহারের অভিযোগ উঠেছে।

নিম্নমানের ইট, বালু ও সিমেন্ট ব্যবহারের ফলে ইতোমধ্যে ওয়াস ব্লকের ছাদের কিছু অংশ ধসে পড়েছে। এতে এলাকাবাসীর মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হবে বলে জানিয়েছেন মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা।

জানা গেছে, ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে ১৬ লাখ ৮৮ হাজার ১৩৪ টাকা ব্যয়ে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের অধীনে পাকুড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ওয়াস ব্লকের নির্মাণকাজের জন্য টেন্ডার আহ্বান করা হয়। কাজটি পায় চুয়াডাঙ্গার ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান জাকাউল্লাহ এন্টারপ্রাইজ। কাজের শুরু থেকেই ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান নিম্নমানের বালু, সিমেন্ট ও ইট ব্যবহার করছে বলে অভিযোগ করেছেন স্থানীয়রা।

সে সময় সিডিউল অনুযায়ী কাজ করার জন্য ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান ও প্রধান শিক্ষককে জানানো হলেও তারা বিষয়টি আমলে নেননি। ফলে ঢালাই দেওয়া ছাদের কিছু অংশ ধসে পড়েছে।

পাকুড়িয়া গ্রামের মিজানুর রহমান টিটু আহমেদ ও জিয়াউর রহমান জানান, কাজের শুরুতেই ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান নিম্নমানের ইট ও স্থানীয় বালু ব্যবহার শুরু করে। সে সময় প্রধান শিক্ষককে বিষয়টি অবহিত করা হয়। ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানকেও জানানো হলেও তারা বিষয়টি আমলে নেয়নি। এমনকি ছুটির দিনেও শ্রমিকরা কাজ করেছেন। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের কোনো কর্মকর্তাকেও সেখানে পাওয়া যায়নি। এখনই ছাদ ভেঙে পড়ছে। কিছুদিন পর পুরো ওয়াস ব্লক ধসে পড়লে অনেক নিরীহ শিক্ষার্থীর অকাল মৃত্যু ঘটতে পারে।

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলী, প্রধান শিক্ষক ও ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের

যোগসাজশে এমন নিম্নমানের কাজ চলছে বলে তারা অভিযোগ করেন। ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক রুপালী খাতুন নিজেকে নির্দোষ দাবি করে জানান, নিম্নমানের কাজের বিষয়টি তিনি মৌখিকভাবে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলীকে জানিয়েছেন।

তবে তিনি কোনো কার্যকর ব্যবস্থা নেননি। ছাদের ঢালাইয়ের পর সেন্টারিং খোলার সময় ছাদের কিছু অংশ ভেঙে পড়ে। বর্তমানে এটি ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে। তিনি বিষয়টি লিখিতভাবে জানাবেন বলে জানিয়েছেন।

গাংনী উপজেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলী মাসুম বিল্লাহ জানান, ছাদ ঢালাইয়ের সময় সংশ্লিষ্ট অফিসকে জানাতে হয়। অথচ ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান কোনো ধরনের অবহিতকরণ ছাড়াই কাজ করেছে। ফলে এ ধরনের ঘটনা ঘটেছে। ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানকে নতুন করে কাজ করার নির্দেশ দেওয়া হবে। তবে নিম্নমানের কাজ হয়েছে বলেও তিনি স্বীকার করেছেন।

গাংনী হাসপাতালের পরিত্যক্ত ভবনে ঝুঁকিতে রোগী ও স্বজনরা

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের একটি পরিত্যক্ত ভবনে চরম ঝুঁকির মধ্যে চলছে রোগীদের চিকিৎসাসেবা। প্রায় ১৫ বছর আগে ভবনটি পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হলেও নামমাত্র সংস্কার করে পুনরায় রোগীদের সেখানে রাখা হয়েছে। বর্তমানে ভবনটির জরাজীর্ণ অবস্থা রোগী ও তাদের স্বজনদের জন্য মরণফাঁদে পরিণত হয়েছে।

সরেজমিনে দেখা যায়, ভবনটির বিভিন্ন দেয়ালে বড় বড় ফাটল দেখা দিয়েছে। ছাদের পলেস্তারা প্রতিনিয়ত খসে পড়ছে। এমন ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশেই বাধ্য হয়ে চিকিৎসা নিচ্ছেন রোগীরা। বর্ষাকালে ছাদ চুইয়ে পানি পড়ে মেঝে কর্দমাক্ত হয়ে যায়, যা একটি স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশের সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

হাসপাতালে ভর্তি রোগী আব্দুল গফুর বলেন, “আমরা এখানে সুস্থ হতে এসেছি। কিন্তু এখানে কোনো নিরাপত্তা নেই। যদি মাথার ওপর ছাদ

ভেঙে পড়ে, তাহলে আমাদের যাওয়ার কোনো জায়গা নেই। চিকিৎসা নিতে এসে এখন উল্টো মৃত্যুভয়ে আছি।”

আরেক রোগী সাদেক আলী বলেন, “ছাদ থেকে প্রতিনিয়ত পলেস্তারা খসে পড়ছে। যেকোনো সময় বড় ধরনের অংশ ধসে পড়ার আশঙ্কায় আমরা রাতে ঠিকমতো ঘুমাতেও পারি না।”

ভবনটির করুণ অবস্থার কথা তুলে ধরে রোগী থামেনা খাতুন বলেন, “বিল্ডিংয়ের দেয়ালের ফাটল ও খসে পড়া পলেস্তারা দেখে আমাদের আতঙ্ক আরও বেড়ে যাচ্ছে। এখানে সুস্থ হওয়ার চেয়ে বড় দুর্ঘটনার ভয়ই বেশি কাজ করছে।”

এ বিষয়ে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. একরামুল হক বলেন, “আমি দায়িত্ব নেওয়ার পরই ভবনটির জরাজীর্ণ অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেছি। এটি প্রায় ১৫ বছর আগেই পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়েছিল, যা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় খসে পড়া পলেস্তারাগুলো সাময়িকভাবে সংস্কারের চেষ্টা করেছি মাত্র।”

তিনি আরও বলেন, “সারা দেশে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সগুলো ১০০ শয্যায় উন্নীতকরণের কাজ চলমান রয়েছে। এর আগ পর্যন্ত রোগীদের অন্য কোনো নিরাপদ স্থানে স্থানান্তর করা অত্যন্ত জরুরি। বিষয়টি আমি স্থানীয় সংসদ সদস্যের সঙ্গে আলোচনা করেছি।

তিনিও বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন। এছাড়া দ্রুত স্থায়ী সমাধানের জন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের কাছেও লিখিতভাবে অনুরোধ জানানো হবে।”

স্থানীয় সচেতন মহল ও ভুক্তভোগীদের দাবি, কোনো বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটার আগেই যেন রোগীদের এই ঝুঁকিপূর্ণ ভবন থেকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া হয়। দায়সারা সংস্কারের পরিবর্তে একটি স্থায়ী ও নিরাপদ চিকিৎসা ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে তারা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের জরুরি হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।

গাংনীতে সরকারী রাজস্ব পরিশোধ না করায় টু স্টার ব্রিকসের দুটি গাড়ি জব্দ

মেহেরপুর কাস্টমসের অভিযানে সরকারী রাজস্ব পরিশোধ না করায় টু স্টার ব্রিকস এর দুটি গাড়ি জব্দ করা হয়েছে । মঙ্গলবার সকালে গাংনী থানাধীন ভাটপাড়া মোড় থেকে গাড়ি দু’টি জব্দ করা হয়।

মেহেরপুর কাস্টমস, এক্সসাইজ ও ভ্যাট বিভাগের রাজস্ব কর্মকর্তা তারিকুল ইসলামের নেতৃত্বে এ অভিযান পরিচালিত হয়। তিনি বলেন, ২০২৫-২৬ অর্থ বৎসরের সরকারি রাজস্ব পরিশোধ না করায় টু স্টার ব্রিকস এর ইট বোঝায় দুটি পাওয়ার টিলার ট্রলি জব্দ করা হয়।

পরে বারাদী পুলিশ ক্যাম্প হেফাজতে রাখা হয়েছে। এবং পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে। এসময় উপস্থিত ছিলেন সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা শফিকুল ইসলাম, অফিস সহায়ক পারভেজ আলমসহ অনান্যরা।

মেহেরপুরের গর্ব প্রফেসর ড. আব্দুর রশিদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এমেরিটাস অধ্যাপক

মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার সাহারবাটি গ্রামের কৃতি সন্তান প্রফেসর ড. আব্দুর রশিদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মাসিউটিক্যাল কেমিস্ট্রি বিভাগে Emeritus Professor হিসেবে যোগদান করেছেন। তার এই অর্জন মেহেরপুরবাসীর জন্য এক অনন্য গৌরবের বিষয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতা জীবনে এমেরিটাস অধ্যাপক পদ লাভ অত্যন্ত

মর্যাদাপূর্ণ ও বিরল সম্মানের স্বীকৃতি। দীর্ঘদিনের গবেষণা, শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চার মাধ্যমে প্রফেসর ড. আব্দুর রশিদ দেশের ফার্মেসি শিক্ষা ও গবেষণায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছেন।

তার বিস্তৃত গবেষণা, আন্তর্জাতিক মানের প্রকাশনা ও অর্জিত জ্ঞান বাংলাদেশের ফার্মেসি বিভাগের জন্য এক মূল্যবান সম্পদ। রাষ্ট্র ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো তার গবেষণা ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে পারলে দেশের ওষুধ শিল্প ও উচ্চশিক্ষা খাতে আরও বড় অগ্রগতি সম্ভব।

কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের নৈরাজ্যের প্রতিবাদে মেহেরপুরে বিএনপির বিক্ষোভ মিছিল

কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ এবং এর অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের দেশব্যাপী নৈরাজ্য ও অস্থিতিশীলতা সৃষ্টির অপচেষ্টার প্রতিবাদে মেহেরপুরে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে বিএনপি।

মঙ্গলবার (২৩ জুন) বেলা ১১টার দিকে জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুণের নেতৃত্বে শহরের শহীদ শামসুজ্জোহা পার্ক থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে গিয়ে শেষ হয়।

মিছিল চলাকালে অংশগ্রহণকারীরা কার্যক্রম নিষিদ্ধ ঘোষিত আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে বিভিন্ন স্লোগান দেন।

এর আগে শহীদ শামসুজ্জোহা পার্কে অনুষ্ঠিত সংক্ষিপ্ত সমাবেশে বক্তব্য দেন জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুণ। তিনি বলেন, “গত ১৭ বছর ক্ষমতায় থাকাকালে আওয়ামী লীগ হাজার হাজার রাজনৈতিক কর্মীকে হত্যা করেছে এবং হাজার হাজার কোটি টাকা

বিদেশে পাচার করেছে। সে সময় দেশে বাকস্বাধীনতা বলতে কিছুই ছিল না।”

তিনি আরও বলেন, “জুলাই গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে দীর্ঘ ১৭ বছরের শাসনের অবসানের পর দেশে গণতান্ত্রিক পরিবেশ ফিরে আসার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু আওয়ামী লীগ আবারও নৈরাজ্য ও ফ্যাসিবাদী আচরণের মাধ্যমে দেশকে অস্থিতিশীল করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে।”

সমাবেশে আরও বক্তব্য দেন ও উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক ও সাবেক ভিপি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস, সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশিদ, জেলা যুবদলের সভাপতি জাহিদুল হক, জেলা ছাত্রদলের সভাপতি আকিব জাবেদ সেনজি-সহ জেলা ও উপজেলা বিএনপি এবং অঙ্গ-সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা।

জামায়াত-আওয়ামী লীগের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে সরকারকে অস্থিতিশীল করতে চায়

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু বলেছেন, জাতীয়তাবাদী ও সমমনা ইসলামী দলের নেতাকর্মীরা দীর্ঘদিন নিষ্পেষিত হয়েছেন।

জুলাই আন্দোলনে হাজার হাজার দামাল সন্তান প্রাণ হারিয়েছেন এবং অনেকে পঙ্গুত্ব বরণ করেছেন।

তারপরও দেখা যাচ্ছে, স্বৈরাচার শেখ হাসিনা ও তার দোসররা রাজনৈতিকভাবে মাথাচাড়া দেওয়ার চেষ্টা করছে।

কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে নৈরাজ্য সৃষ্টির পাঁয়তারার প্রতিবাদে মঙ্গলবার সকাল ৭টায় গাংনী উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলুর নেতৃত্বে হাসপাতাল বাজার থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়।

মিছিলটি গাংনী বাজার বাসস্ট্যান্ড ঘুরে একই স্থানে এসে সংক্ষিপ্ত সমাবেশের মাধ্যমে শেষ হয়।

সংক্ষিপ্ত সমাবেশে বক্তব্য দিতে গিয়ে আসাদুজ্জামান বাবলু বলেন, “বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব নিয়ে তারেক রহমান যখন মালয়েশিয়ায় দেশের সমস্যা ও উন্নয়ন নিয়ে কথা বলছেন, তখন একটি নিষিদ্ধ দল ও কুচক্রী মহল ষড়যন্ত্র করে বাংলাদেশকে অস্থিতিশীল করার চেষ্টা করছে।”

মেহেরপুর জেলা বিএনপির কিছু নেতাকে ইঙ্গিত করে তিনি বলেন, “আজ তারা কোথায়, যারা জামায়াত ও আওয়ামী লীগের সঙ্গে ঘর করে রাজনীতি করে? তারা দাঁড়িপাল্লায় ভোট দিয়ে আবার বিএনপি সাজার চেষ্টা করে। ওইসব ভণ্ড বিএনপিকে আমি ধিক্কার জানাই।”

তিনি আরও বলেন, “একটি ধর্মভিত্তিক দল বলেছিল, দাঁড়িপাল্লায় ভোট দিলে বেহেশত পাওয়া যাবে। সেই দলের নেতাকর্মীরাও কম নির্যাতনের শিকার হয়নি।

কিন্তু তারাও আওয়ামী লীগের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে বাংলাদেশ সরকারকে অস্থিতিশীল করতে চায়। জুলাই আন্দোলনের স্পিরিট থেকে যে দল বিচ্যুত হবে এবং স্বৈরাচার ও ফ্যাসিবাদের দোসর হবে, তাদের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম অব্যাহত থাকবে।”

প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতে মুসলমানদের ওপর নির্যাতনের অভিযোগের প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, “ভারতে মুসলমানদের ওপর যে ন্যক্কারজনক নির্যাতন চালানো হচ্ছে, তার তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা জানাই। দলমত নির্বিশেষে আমরা সম্প্রীতির বাংলাদেশ গড়ে তুলতে চাই।”

বিএসএফের পুশইন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, “ভারত থেকে পুশইনের যে চেষ্টা চলছে, তা দেশপ্রেমিক বিজিবি ও সীমান্ত এলাকার জনগণ প্রতিরোধ করে চলেছে। এ জন্য বিজিবি এবং সীমান্তবাসীকে ধন্যবাদ জানাই।”

তিনি আরও বলেন, “তারেক রহমান যে পরিকল্পনা ও রূপরেখা দিয়েছেন, তা সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করা গেলে বাংলাদেশ একটি উন্নত ও শক্তিশালী অর্থনৈতিক রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে উঠবে।”

বিক্ষোভ মিছিলে উপস্থিত ছিলেন পৌর বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক কাউন্সিলর আব্দুল্লাহিল মারুফ পলাশ, বিএনপি নেতা

শাহজাহান সেলিম, সাংগঠনিক সম্পাদক ইমন হোসেন, বিএনপি নেতা গোলাম মোস্তফা ডাকু, জিহাদ আলী, এনামুল হক, পৌর বিএনপি নেতা আব্দুল গনি, নুর ইসলাম, বিএনপি নেতা আবুল কালাম, ফজলুল হক, আবু বক্কর, জাসাস নেতা আমিরুল ইসলামসহ বিএনপি ও এর অঙ্গ-সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা।

সংক্ষিপ্ত সভা পরিচালনা করেন জাসাস নেতা সুলেরি আলভী।

গাংনীতে কাভার্ড ভ্যানের ধাক্কায় পাখি ভ্যানের ৭ যাত্রী আহত

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ছাতিয়ান মাইলপোস্ট এলাকায় একটি বেপরোয়া গতির কাভার্ড ভ্যানের ধাক্কায় যাত্রীবাহী একটি পাখি ভ্যান দুমড়ে-মুচড়ে গেছে। এ ঘটনায় এক শিশু ও নারীসহ ৭ জন গুরুতর আহত হয়েছেন।

মঙ্গলবার (২৩ জুন) সকাল সাড়ে ৯টার দিকে মেহেরপুর-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কের ছাতিয়ান মাইলপোস্টের কায়েমকাটা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

আহতদের উদ্ধার করে বামন্দী সেন্ট্রাল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

আহতরা হলেন মো. আবু তাহের, মোছা. খুশিয়ারা খাতুন (৩০), মোছা. সোনিয়া খাতুন (২৮), মোছা. মুন্দিয়া খাতুন (৪২), মো. আবির হোসেন (১২), মো. রায়হান (৬) ও মো. আবু সাঈদ (১০)।

আহতদের মধ্যে খুশিয়ারা খাতুনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। চিকিৎসক জানিয়েছেন, তার ডান পা কেটে ফেলতে হতে পারে। উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানোর প্রস্তুতি চলছে। তবে বাকি ছয়জন গুরুতর আহত হলেও বর্তমানে শঙ্কামুক্ত রয়েছেন।

স্থানীয়রা জানান, পাখি ভ্যানে করে সাতজন বাওট এলাকার দিকে

যাচ্ছিলেন। এ সময় দ্রুতগতির একটি কাভার্ড ভ্যান পিছন দিক থেকে এসে ধাক্কা দিলে দুর্ঘটনাটি ঘটে। ধাক্কার ফলে ভ্যানে থাকা সব যাত্রী সড়কের ওপর ছিটকে পড়ে যান। পরে স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে পাঠান।

বামন্দী পুলিশ ক্যাম্পের এএসআই মাজহারুল ইসলাম বলেন, “আহত সাতজন বর্তমানে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। একজন ছাড়া বাকিরা শঙ্কামুক্ত। ঘাতক কাভার্ড ভ্যানের চালককে শনাক্ত ও আটক করতে পুলিশ কাজ করছে।”

বিচারপ্রার্থীরা যেন অনুভব করেন, রাষ্ট্র তাদের পাশে আছে

মেহেরপুর জেলা জজ আদালত প্রাঙ্গণে বিচারপ্রার্থী মানুষের সুবিধার্থে নির্মিত ‘ন্যায়কুঞ্জ’ এর উদ্বোধন করেছেন সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি জাফর আহমেদ।

এ সময় তিনি বলেন, “আমরা যে যেখান থেকে কাজ করছি, রাষ্ট্রের পক্ষে এবং জনগণের পক্ষে কাজ করছি। এই বিষয়টি মাথায় রেখে দায়িত্ব পালন করলে বিচারপ্রার্থী মানুষ অনুভব করবে যে রাষ্ট্র তাদের কথা ভাবে এবং তারা রাষ্ট্রের অংশীদার। বিচার বিভাগের সংশ্লিষ্টদের জনগণের প্রতি মানবিক আচরণ নিশ্চিত করতে হবে।”

সোমবার সকালে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিচারপতি জাফর আহমেদ এসব কথা বলেন।

উদ্বোধন শেষে বিচারপতি ন্যায়কুঞ্জের নামফলক উন্মোচন করেন, স্থাপনাটি পরিদর্শন করেন এবং সেখানে অনুষ্ঠিত মোনাজাতে অংশ নেন। পরে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন।

অনুষ্ঠানে জেলা প্রশাসক শিল্পী রানী রায় বলেন, ন্যায়কুঞ্জ চালুর মাধ্যমে সাধারণ মানুষের সেবাপ্রাপ্তির সুযোগ আরও বৃদ্ধি পাবে এবং মেহেরপুরের জনগণ আরও উন্নত সেবা পাবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

জেলা ও দায়রা জজ মো. গোলাম কবির বলেন, “ন্যায়কুঞ্জ শুধু একটি স্থাপনা নয়, এটি বিচার বিভাগের একটি মানবিক প্রতীক।”

তিনি জানান, আদালতে আসা সাধারণ মানুষের বসা, বিশ্রাম, পানি পান ও সাময়িক অপেক্ষার সুবিধার কথা বিবেচনা করেই এ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এর ফলে মামলা-সংক্রান্ত কাজে আসা মানুষ অন্তত প্রাথমিকভাবে কিছুটা স্বস্তি পাবেন।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ইমদাদুল হক।

এ সময় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক আলী মাসুদ শেখ, পারিবারিক আপিল আদালতের বিচারক মো. কেরামত আলী, শিশুর প্রতি সহিংসতা দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক মো. তাজুল ইসলাম, অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ এস. এম. মাসুদ জামান, মো. ওয়াহিদুজ্জামান, যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ নাজনীন রেহেনা ও মুহাম্মদ নাছির উদ্দীন ফরাজী, অতিরিক্ত চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মেহেদী হাসান, সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মো. জাহিদুর রহমান ও মেঘা গুপ্তা, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাজওয়ার আকরাম শাখাপি ইবনে সাজ্জাদ, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মেহেদী হাসান, সিনিয়র সহকারী জজ (সদর) মো. মাসুদ রানা, পিপি নজরুল ইসলাম, মুস্তাফিজুর রহমান তুহিন, জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি আসাদুল আজম খোকন, সাধারণ সম্পাদক আবু সালেহ মো. নাসিম, সাবেক সভাপতি অ্যাডভোকেট মারুফ আহমেদ বিজনসহ বিচার বিভাগ, প্রশাসন ও আইনজীবী মহলের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে উপজেলা প্রশাসনের আইন-শৃঙ্খলা কমিটির মাসিক সভা

মেহেরপুর সদর উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে উপজেলা আইন-শৃঙ্খলা কমিটির মাসিক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার সকালে মেহেরপুর সদর উপজেলা পরিষদ হলরুমে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) বাবলু

সূত্রধর।

সভায় উপজেলার সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, জননিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, মাদক ও অপরাধ নিয়ন্ত্রণ, সরকারি সেবার মানোন্নয়ন এবং বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

সভাপতির বক্তব্যে ইউএনও বাবলু সূত্রধর আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে প্রশাসন, জনপ্রতিনিধি ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলোর মধ্যে সমন্বয় জোরদারের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি মাদক, চুরি, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডসহ বিভিন্ন অপরাধ দমনে সকলকে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানান।

সভায় বক্তব্য দেন সদর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. আঞ্জুমান আরা, সদর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) হুমায়ুন কবির, উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা রকিবুল ইসলাম, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা ইমদাদুল হাসান, আমদহ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান রওশন আলী টোকন, কুতুবপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সেলিম রেজা, বুড়িপোতা ইউনিয়ন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ইসমাইল হোসেন এবং শ্যামপুর ইউনিয়ন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ইকবাল হোসেনসহ কমিটির সদস্যরা।

সভায় অংশগ্রহণকারীরা এলাকার বিভিন্ন সমস্যা ও সম্ভাবনা তুলে ধরেন এবং সেগুলোর সমাধানে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের বিষয়ে মতামত প্রদান করেন।

এ সময় আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন এবং জনসেবার মান বৃদ্ধিতে সংশ্লিষ্ট সকলের সমন্বিতভাবে কাজ করার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

মেহেরপুরের তিন প্রতিষ্ঠানকে ৩৮ হাজার টাকা জরিমানা

মেহেরপুরে সার, বীজ ও কীটনাশকের বাজারে কারসাজি এবং বিভিন্ন